ফসলের নাম : **সীউইড/সামুদ্রিক শৈবাল/সাগর সবজি**

জাতের নাম : বারি সীউইড-১ (গ্রাসিলারিয়া টেনুস্টিপিটাটা) (সাগর সেমাই)

জাতের ছবি :

জাতের বৈশিষ্ট্যঃ

- বারি সীউইড-১ একটি নিমণ শ্রেণীর উদ্বিদ যাদের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ থাকে না। সম্পূর্ন শরীর দিয়ে সাগরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বেচে থাকে।
- এটি সাধারণত সমতল সমূদ্র তটরেখা সংলগ্ন লবণাক্ত পানিতে জন্মায়, যার তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, অস্বচছতা ২০-২৭ এনটিইউ, লবণাক্ততা ২২-৩০ পিপিটি এবং পিএইচ ৭.৫-৮.৫ থাকতে হয়।
- উদ্ভিদ অঙ্গসংস্থানঃ এর দেহ গাঢ় লাল থেকে লালচে খয়েরী বর্ণের, অনিয়মিতভাবে সরম্ন, প্রায় ৫০-১০০ সে.মি. লম্বা ও ০.২৫-১.০ মি.লি. চওড়া বহু সূক্ষ্ম শাখান্বিত হয়ে থাকে।
- এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, প্রোটিন, আয়োডিন সহ অন্যান্য উপকারী খনিজ উপাদান। যা সরাসরি সালাদ হিসেবে ও বিভিন্ন খাবারের সাথে রান্না করে খাওয়া হয়।
- বারি সীউইড-১ এর কোষ প্রাচীর থেকে মহামূল্যবান ফাইকোকলয়েড অংশ যেমন অ্যাগার-অ্যাগার পাওয়া যায় যা গবেষণাগার, রোগ নির্ণয়, খাবার, ঔষধ, প্রসাধনী শিল্পে ও জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে তিন ধরনের পর্যায় অতিক্রম করে থাকে যেমনঃ গ্যামেটোফাইটিক, কার্পোস্পোরোফাইটিক ও টেট্রাস্পোরোফাইটিক।

উপযোগী এলাকা : কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকার নুনিয়াছড়াসহ এইজেড ২৩ এর অর্ন্তভুক্ত অন্যান্য উপযুক্ত অনুকূল এলাকাসমূহ।

বপন্ও সংগ্রহের সময় :

- নভেম্বর থেকে এপ্রিল (মুল মৌসুম), চারা/বীজ রোপণ: নভেম্বর-পরবর্তী
- বীজ লাগানোর ২৪-৩০ দিন পর সীউইড কর্তন করা যায়। অর্থাৎ, এক মৌসুমে ৬ মাসে ৬ বার ফসল সংগ্রহ করা হয়।

ছবিসহ রোগবালাই : -

দমন ব্যবস্থা : -

ছবিসহ পোকামাকড় : -

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা : -

সার ব্যবস্থাপনা : সীউইড চাষে কোন প্রকার সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না কারণ তারা সাগরের পানি থেকে সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। সীউইডের বেঁছে থাকার জন্য সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান সাগরের পানিতে বিদ্যমান থাকে।

হেক্টরপ্রতি ফলন : এক মৌসুমে ৬০ টন কাঁচা ফলন পাওয়া যায়।